০৪-০১-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই কাঁটার জঙ্গলকে দৈবী ফুলের বাগিচায় পরিণত করতে হবে , নতুন দুনিয়ার নির্মাণ করতে হবে"

প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা বাবার সাথে কোন সেবা করো যা অন্য কেউ করেনা ?

উত্তরঃ - তোমরা বাবার সাথে সাথে সারা বিশ্বে সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন করার সেবা করো যা কেউ করতে পারেনা । তোমরা এখন নতুন দুনিয়ার ভিত্তিপ্রস্তর লাগাচ্ছ সুতরাং, পুরনো এই দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে । দৈবী ফুলের বাগিচা বানানোর , কাঁটার জঙ্গল শেষ করার কাজ বাবারই ।

গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায় . . .

ওম্ শান্তি । যখন কোনও সাধু সন্ত বা বিদ্বান ব্যাক্তি ভাষণ করেন তখন প্রথমে কাউকে না কাউকে নমস্কার জানান । কেউ শিবায় নমঃ বলে , কেউ কৃষ্ণ নমঃ বলে , কেউ গণেশ নমঃও বলো যতই হোক , নমস্কার তো উচ্চ থেকেও উচ্চতর এক বাবাকেই করা উচিত্ । তোমরা বাচ্চারা জানো উঁচু থেকে আরও উঁচুতে এক ভগবান , তাঁর নাম শিব । গাওয়াও হয় শিবায় নমঃ । শিবকে সবসময় বাবা বলে ডাকা হয় । শিববাবা সর্বপ্রথম রচনা করেন । রচয়িতা এক , বাস্তবে রচনাও এক । বাবাকে রচয়িতা আর দুনিয়াকে রচনা বলা হয় । যে দুনিয়া বাবা রচনা করেন তা' নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়া ; সুতরাং , তিনি অবশ্যই পুরনো দুনিয়ায় আসেন , এইজন্য বাবাকে পতিত-পাবন বলা হয় । সাধারণতঃ দুনিয়ার মানুষ মাত্রেই , বিশেষতঃ ভারতবাসী একমাত্র বাবাকে স্মরণ করে এই বলে- হে পতিত -পাবন ! এসো, যখন সবাই দুঃখী আর পতিত হয় তখনই বাবাকে ডাকে কিন্তু তারা জানেনা কখন তারা দুঃখী হয়েছে আর কবে থেকে বাবাকে স্মরণ করছে । বাবা এখানে বসে আছেন এবং বোঝাচ্ছেন । আগেও বুঝিয়েছিলেন - "ওহে বাচ্চারা ! তোমরা তোমাদের সুখ -দুঃখের জন্ম জানোনা । আমি , জ্ঞানের সাগর , জ্ঞানসম্পন্ন এক আমি , এখানে বসে তোমাদের বোঝাই" । শিববাবা বলেন , আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ , আমাকে পতিত -পাবন বলেও ডাকা হয় । সুতরাং , নিশ্চয়ই একটা পতিত দুনিয়া আর একটা পবিত্র দুনিয়া আছে । পবিত্র দুনিয়াকে স্বর্গ অথবা বাগিচা বলা হয় এবং দুনিয়া যখন পতিত হয় তাকে কাঁটার জঙ্গল বলা হয় । আর তখনই শুরু হয়ে যায় মায়ার রাজত্ব এবং অগুনতি মানুষের ভীড় । যারা এখানে আসে তাদের যে কোনও কাউকে বোঝাও যে , আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে ভারত ভগবানের বাগিচা ছিলো । মানুষ সুখী ছিলো । নতুন দুনিয়ায় শুধু ভারত ছিলো অন্য কোনও খণ্ডের নামগন্ধও ছিলো না । নতুন ভারতে নতুন দিল্লিও ছিলো , যাকে পরীস্তান বলা হতো । আর তখন ভারত ছিলো হীরকসম , যাকে সুখধাম নামে জানা যেত । এখন ভারত পুরনো হয়েছে এবং তাকেই দুঃখধাম বলা হয় । বাবা বোঝাচ্ছেন , এখন দিল্লিতে নব নির্মাণ প্রদর্শনী করছে মানুষকে বোঝানোর জন্য যে , এই বিশ্ব কি করে নতুন বিশ্বে পরিণত হবে । ছবি সামনে রেখে কেউই বোঝাতে পারবেনা আর কেউ বিশ্ব নব নির্মাণ প্রদর্শনও করতে পারবে না । এটাই প্রথমবার যেখানে বসে ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীরা এইসব বুঝিয়ে দেন । ভারত যখন নতুন ছিলো তখন সবাই সুখী ছিলো । লক্ষ্মী নারায়ণ রাজত্ব করতেন । বিষ্ণুপুরী নতুন দুনিয়া ছিলো । পরমপিতা পরমাত্মা নতুন দুনিয়া নির্মাণ করেন , সেইজন্য তিনি একাই এর ভিত্তি স্থাপন করেন ।

ভারতের মানুষ , যারা তাদের নিজেদের পতিত ভ্রষ্টাচারী বলে তারা নতুন বিশ্বের নির্মাণ করতে পারেনা । তোমরা জানো সেইসব মানুষ কোন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে । বাবা বলেন , আমি স্বর্গের , নতুন দুনিয়ার ভিত্তি স্থাপন করি । পুরনো দুনিয়ার বিনাশ তো তাই হতেই হবে । এই দুনিয়া কাঁটার । মানুষ যেন সব কাঁটা । একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকে । ভারত আল্লাহর বাগিচা ছিলো । ভগবান স্থাপন করেছিলেন । তারা বলেও শিবায় নমঃ । কিভাবে শিববাবা স্থাপন করেছেন ? তিনি সত্যি করেই ব্রহ্মা দ্বারা আল্লাহর বাগিচা , দৈবী ফুলের বাগিচা স্থাপন করছেন । তিনি কাঁটার জঙ্গল পরিবর্তন করে দৈবী রাজ্য স্থাপন করবেন । তিনি তোমাদের বাচ্চাদের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন । এখানেও বাচ্চারা বাবাকে আমন্ত্রণ জানায় - বাবা এসো এবং দেখ আমরা ছবি ব্যবহার করে বোঝাচ্ছি কিভাবে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা এবং পুরনো দুনিয়ার বিনাশ হচ্ছে । তুমি এসো , এইসব কিছু দেখ এবং আমাদের শ্রীমত্ দাও । তারা তাঁকে নিমন্ত্রণ করে । এটা খুব সহজ এই ছবির দ্বারা কাউকে বোঝানো । উপরে পরমপিতা পরমাত্মার ছবি । তারা বলে নমঃ শিবায় , তিনিই সর্বোচ্চ । তিনি নতুন দুনিয়া রচনা করেন । নতুন ভারতে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । সুতরাং , উচ্চ থেকেও উচ্চ , পরমপিতা পরমাত্মা , তিনি আবার সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী রাজধানীর স্থাপনা করেন - ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের মাধ্যমে । তাঁরা সত্যযুগের আদিতে ছিলো , সুতরাং , তিনি অবশ্যই কলিযুগের অন্তেই স্থাপনা করেছিলেন এবং এখন আবার একবার করছেন সঙ্গমযুগে । বাস্তবে সকল আত্মা শিবের সন্তান এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মারও সন্তান । সকল আত্মায় সমগ্র পার্ট লিপিবদ্ধ আছে । প্রথম পার্টধারী তাঁরা , যাঁরা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয় । পুনর্জন্ম নেওয়ার পদ্ধতি শুরুর থেকে চলে আসছে । তোমরা প্রথমে সতঃপ্রধান তারপরে সতঃ, রজঃ এবং তমঃ অবস্থার মধ্যে দিয়ে তোমাদের পার্ট সম্পূর্ণ করো । যখন তোমরা সতোপ্রধান ছিলে তখন সূর্যবংশী লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিলো এবং ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে । তারপরে তোমরা ১৪ কলায় এসেছ । এই দুই যুগকে বলা হয়ে থাকে ফুলের বাগিচা । সেটা ছিল সুখধাম । এর ব্যাখ্যা ছবির সাহায্যে বোঝানো খুব সহজ । একদম উপরে শিববাবা , যাঁর মাধ্যমে বিশ্ব নব -নির্মাণ হচ্ছে । শিববাবা ব্রহ্মা , বিষ্ণু , শংকরকে রচনা করেছেন । বাচ্চাদের এইসব বোঝাতে হবে কিভাবে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরনো দুনিয়ার বিনাশ হয় । এখন কতসব ধর্ম , শুধু দেবী -দেবতা ধর্মই নেই , তা' প্রায় লোপ পেয়ে গেছে । যাঁরা দেবী -দেবতা ধর্মের ছিলেন তাঁরা নিজেদের হিন্দু বলতেন কেননা সত্যযুগে সকলেই পবিত্র ছিলেন , এখন তাঁরাই পতিত হয়েছেন । বাবার নামই পতিত-পাবন । তোমাদের কে অপবিত্র বানায় ? একমাত্র বাবা এই সবকিছু বুঝিয়ে দেন , তোমাদের বাচ্চাদের এবং পরে তোমাদের অন্যান্য ভাই বোনেদের বুঝিয়ে দেন । রাবণ যাকে প্রতি বছর জ্বালানো হয় সেই রাবণ তোমাদের পতিত বানায় , রাবণের কোনও আকার নেই; গুপ্ত । রাবণের যে মূর্তি দেখানো হয় তা' স্ত্রীর পাঁচ বিকারের , আর পাঁচ বিকার পুরুষের । ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রু রাবণ , যে ভারতকে মূল্যহীন কড়িতুল্য বানায় । আমার নির্দেশানুসারে এখন রাবণকে জয় করতে হবে । এই সময় সবাই পতিত হয়ে গেছে । এই কারণে পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমত্ চাই । শ্রীমত্ ভগবানের । ভগবান উবাচঃ , ওহে বাচ্চারা , আত্মারা , তোমরা সবসময় দেহ অভিমানী হয়ে থেকেছ । এখন দেহী -অভিমানী হও । তোমরা আত্মারা অমর । তোমরাই শরীর ছাড়ো আর শরীর নাও । বাবা বলেন , হে ব্রহ্মা তুমি নিজেকে জানোনা । তোমার জন্যই গাওয়া হয়েছে - অর্ধকল্প ব্রহ্মার দিন , অর্ধকল্প ব্রহ্মার রাত । তোমরা বাচ্চারা এইসব বুঝেছ তাই তো প্রদর্শনী প্রস্তুত করছ । এখন এই ছবির দ্বারা বোঝাও - ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা এখন পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে তাদের উত্তরাধিকার নিচ্ছে । এটা বলা হয় - যখন জ্ঞান সূর্য প্রকাশ হয় তখন অন্ধকার দূরীভূত হয় । সেই সূর্যের কথা নয় । আমি , জ্ঞান সূর্য, এই সময় জ্ঞান

বর্ষা করছি , যার থেকে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছ । বর্ষার জল কাউকে পবিত্র বানাবে না । আমাকে পতিত -পাবন বলে । একমাত্র আমার কাছে জ্ঞান আছে কিভাবে পতিত থেকে পবিত্র আর পবিত্র থেকে পতিত হয় । নতুন দুনিয়াকে পবিত্র এবং পুরনো দুনিয়াকে পতিত বলা হয়ে থাকে । রাবণ পতিত বানায় । রাবণকে শয়তান আর রামকে ভগবান বলা হয় । ইঁনি সেই রাম নন যিনি সীতার সাথে থাকেন । তোমাদের বাচ্চাদেরও এই স্থাপনা আর বিনাশের রহস্য বোঝাতে হবে । এইজন্যই বিশ্ব নব নির্মাণ প্রদর্শনী । কোনও শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়নি যে, পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার মাধ্যমে সুখধাম স্থাপন করেন । রাবণ তাকে দুঃখধাম বানায় । বাবা আসেন এবং এই দুঃখধামকে সুখধামে পরিণত করেন । অর্ধকল্প সুখ আর অর্ধকল্প দুঃখ । সত্যযুগ , ত্রেতা দিন এবং দ্বাপর , কলিযুগ রাত । মানুষ রাতে অর্থাত্ অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঠোক্কর খেতে থাকে । ভগবানকে খুঁজতে গিয়েই তারা ধাক্কা খায় কেননা তাঁকে পাওয়ার রাস্তা তাদের অজানা । এই সবই ড্রামায় অন্তর্ভুক্ত আছে । অর্ধকল্প জ্ঞান , অর্ধকল্প ভক্তি । জ্ঞানের সাগর , জ্ঞান সূর্য পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়ে থাকে । ভারতেই শিব জয়ন্তী পালন করা হয় । এতে প্রমাণ হয় ভারতই শিবের জন্মভূমি । আমাকে অপবিত্র দুনিয়ায় আসতেই হয় । আর একমাত্র তখনই আমি অপবিত্রকে পবিত্র করি । লক্ষ্মী নারায়ণ , যাঁরা পূজা পাওয়ার সম্মান পেয়েছিলেন তাঁরাই পূজারী হয়েছেন । যাঁরা পূজ্য ছিলেন , তাঁরাই পরে পূজারী হয়েছেন । সেই লক্ষ্মী নারায়ণের আত্মা যাদের ৮৪ জন্মের ভোগ ভুগতে হবে, তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম -রূপে ভোগ ভুগতে হবে । সুতরাং , এই ব্রহ্মা যিনি স্থাপনা করেন তিনিই আবার পালনা দেন । এখন সেই আত্মা পতিত হয়েছে সেইজন্য আবার ওনার শরীরে এসে ওনার নাম রাখি ব্রহ্মা । সর্বপ্রথম এই কথা বোঝাতে হবে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে কি সম্বন্ধ ? তারা অবশ্যই বলবে তিনি বাবা । তিনি সব আত্মার পিতা । তোমরা সকলেই শিব পিতার সন্তান । এই সময় তোমরা সবাই ভক্ত । তোমরা সকলেই ঈশ্বরকে স্মরণ করো । ভক্তরা বলে , হে ভগবান আমাদের ভক্তির ফল দাও ! আমরা দুঃখী ; জীবনমুক্তি দাও । সাধুরাও সাধনা করে মুক্তি এবং জীবন মুক্তি লাভ করতে । এই সময়ে সবাই ডাকে , তুমি এসো এবং পতিতদের পবিত্র করো । বাবা নির্দেশ দেন , কিভাবে তোমরা বোঝাবে । আমরা আত্মারা শান্তিধামের অধিবাসী । এখন এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিয়ে অবশ্যই নিজেদের পার্ট প্লে করতে হবে এবং আমাদের বিভিন্ন জাতি -বর্ণের মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি নাটকের পার্ট প্লে করতে হবে । এই ড্রামা অবিনাশী , পূর্বনির্ধারিত এবং তা' চক্রাকারে ঘুরতে থাকে । সৃষ্টির এই চক্র কিভাবে ঘোরে তাও তোমাদের জানতে হবে । পতিত -পাবন এক , রচয়িতা এক , দুনিয়াও এক । তোমরা জিজ্ঞেস করো , কিভাবে আমরা পবিত্র থেকে অপবিত্র হয়েছি ? কারণ তোমরা রাবণের আসুরিক মতে চলতে চলতে তোমাদের মধ্যে ৫ বিকার এসে যায় । ৫ বিকারকেই রাবণের মত্ বলা হয়ে থাকে , এইজন্য রাবণকে পোড়ানো হয় কিন্তু রাবণ পোড়েনা । এখন বাবা বলছেন , বাচ্চারা ! তোমাদের রাবণকে জয় করতে হবে , যারা জিতবে তারাই রামরাজ্যের মালিক হবে । এটাই অন্তিম জন্ম অর্থাত্ সৃষ্টির অন্ত , চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে । সৃষ্টির আদিও বাবা করেন এবং শেষের বিনাশও বাবা করেন । বাবা বলেন , আমি নতুন দুনিয়ার ভিত্তি স্থাপন করি আর পুরনো দুনিয়ার বিনাশও করাই । গাওয়া হয়েছে - ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা , কিন্তু ব্রহ্মা একা নন । ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীদের দ্বারাও ভারতকে দৈবী ফুলের বাগানে পরিণত করি । এখন তা' কাঁটার জঙ্গল । যাতে আগুন লাগবে । তোমাদের জাগরণ হয়েছে কিন্তু বাকি মানুষ ! তারা এখনও শুয়ে আছে । এখানে দুঃখ আর অশান্তি । বাচ্চাদের সর্বদা নিজের শান্তিধাম , সুইট হোমের স্মরণ করতে হয় । তারপরে তোমরা মিষ্টি রাজত্বের উত্তরাধিকার লাভ করো । এই রাবণ রাজ্যকে ক্রমশঃ ভুলতে থাকো । ভারত ,পরীস্তান ছিলো এখন কবরস্থানে পরিণত হয়েছে কিন্তু আবারও ভারত

পরীস্তানে পরিবর্তিত হবে । এই হল চক্র । নতুন বিশ্ব যখন তৈরী হয়ে যাবে তখন পুরনো দুনিয়ায় আগুন লাগতেই হবে । এখন তোমরা নিজেদের নতুন দুনিয়ার জন্য প্রস্তুত করো । তারপরে সেখানে গিয়ে হীরে জহরতের মহল বানাবে । এখন তো সেখানে শুধুই ঝুপড়ি । প্রতি কল্পে পতিত দুনিয়া আবার পবিত্র হয় আর পবিত্র দুনিয়া পতিত হয় । ধীরে ধীরে তোমরা পতিত হও । নতুন মহল তাড়াতাড়ি তৈরী হয় , পুরনো হতে সময় লাগে । জ্ঞানের দ্বারা তোমরা নতুন বিশ্বের মলিক হয়ে যাবে । এখন তোমরা ১৬ কলায় পূর্ণ এবং তারপরে ১৪ কলা আর তারও পরে ধীরে ধীরে কলা কমতে থাকবে । এখন কলিযুগে ৯ কলা । ভারত পবিত্র ছিল , এখন পতিত হয়েছে । ভারতকে ঘিরেই রচিত হয়েছে সৃষ্টির এই খেলা । রাবণের কাছে যারা হেরে যাবে তারা সবকিছু থেকে হেরে যাবে । তোমরা এখন শ্রীমত্ অনুসরণে জয়লাভ করবে । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ - স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) শ্রীমত্ অনুসরণ করে ভারতকে পবিত্র করার সেবা করতে হবে । রাবণের মত ছেড়ে এক বাবার শ্রীমতে চলতে হবে ।

২) এই দুঃখধাম ভুলে নিজের সুইট হোম , শান্তিধামকে স্মরণ করতে হবে । নিজেকে নতুন দুনিয়ার উপযুক্ত করে নিতে হবে ।

বরদানঃ- যথার্থ স্মরণ আর সেবার ডবল লকের দ্বারা নির্বিঘ্ন থেকে অনুভবী ভব

মায়া আসার যত দরজা আছে তাতে স্মরণ আর সেবার ডবল লক লাগাও । যদি স্মরণে স্থিত হতে এবং সেবা করার সময় মায়া আসে তবে নিশ্চয়ই স্মরণে বা সেবায় গাফিলতি আছে । যথার্থ সেবা সেটাই যাতে কোনও স্বার্থ থাকেনা । যদি নিঃস্বার্থ সেবা না হয় তবে বুঝতে হবে লক ঢিলে আছে আর স্মরণেও তো শক্তিশালী হওয়া চাই । এইরকম ডবল লক হলে তবে বাধামুক্ত হয়ে নির্বিঘ্ন হয়ে যাবে এবং কেন , কি প্রভৃতির ঊর্ধে উঠে অনুভবী অবস্থায় স্থিত হতে পারবে ।

স্লোগানঃ- স্নেহ আর শক্তির সমতাই সফলতার অনুভূতি করায় ।

তপস্বী মূর্ত হও

প্রত্যেকে এই সংকল্প নাও যে শান্তির, শক্তির কিরণ ছড়িয়ে দিতে হবে , তপস্বী মূর্ত হয়ে থাকতে হবো এখন একে অপরকে বাণী দ্বারা সাবধান করার পরিবর্তে মনসা শুভ ভাবনা দ্বারা পরস্পরের সহযোগী হয়ে এগিয়ে চলো এবং এগিয়ে নিয়ে চলো ।